

আমার দেশ

মনজিপুর বহমান

পঞ্চগন্ হাজার বর্গমাইলের ছোট্ট একটি দেশ,
ঋতু অন্তে রূপের বাহার রূপের নাইকো শেষ ।
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ গ্রীষ্মকালে গাছে পাকে ফল ,
আম- জাম, লিচু -আতা , পেয়ারা - কাঁঠাল।
আষাঢ় শ্রাবণ বর্ষাকালে কৃষক ভারী ব্যস্ত,
আমন ফসল বোনার কাজে শ্রম করে ন্যস্ত ।
ভাদ্র আশ্বিন শরৎ কালে কাশ ফুলের হাসি ,
বক সাদা ফুলের বাহার দেখতে ভালবাসি ।
কার্তিক অগ্রহায়ণ হেমন্ত কালে মাঠে পাকে ধান,
ফসল কাটায় মাতে কৃষক মনে খুশীর বান।
পৌষ মাঘ শীত কালে খেজুর রসের গন্ধ ,
পিঠা পায়েস খাবার মজা সে কি আনন্দ !
ফাগুন চৈত্র বসন্তকালে গাছে ফোটে ফুল ,
ঋতুরাজ বসন্ত মন করে আকুল ।

বারো মাসে ছয় ঋতু বছর ঘুরে আসে,
গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত প্রতি দু'মাসে।
কি অপরূপ রূপের বাহার আমার বাংলাদেশ,
ঋতু বদলে রূপ বদলে যায় রূপ যে অশেষ ।
বঙ্গোপসাগর সৈকতে পড়ে আছ তুমি,
তোমার বুকে জন্ম নিয়ে গর্বিত আমি।

বস্টন , ম্যাসাচুসেট
এপ্রিল ১, ১৯৯১ .

মায়ের আক্ষেপ মনজিলুর রহমান

মোগল বৃটিশ সবাই গেল
এলো পাকিস্তান ,
বুকটা আমার ভেঙে চুরে
করল গোরস্তান।

চৌদ্দ কোটি সন্তান আমার
তার কত কোটি চোর ?
তোরা কবে মানুষ হবি
ঘুচবে দুঃখ মোর ।

ব্যাটা পোলা কি নাইরে আমার
হয়ে গেছে সব খোজা ?
দুইটা বেটি টানছে কসে
আমার পাপের বোঝা ।

বাবার খুনির বিচার নিয়ে,
স্বামীর স্বপ্নের দোহাই দিয়ে
তারা করছে হৈ চৈ,
আমার দিকে নজর দেবার
সময় তাদের কৈ ?

রাজা যায় রাজা আসে
প্রজার দফা শেষ,
খুন খারাবী লুটে পুটে
ধ্বংস করল দেশ ।

এলে ভোট বাধেঁ জোট
বাড়ি বাড়ি ঘোরে ,
দ্যাশ সেবায় জান দিবে
মধুর বাণী ছোড়ে ।

মিথ্যাচারী ধোকাবাজ লুটেরা
কাজে কথায় মিল নেই তার ,
ওরা বর্ণচোরা দেশের আপদ
কেউ নয় আমার।

আটলান্টা, জর্জিয়া
মার্চ ০৮, ২০০৫ ।

এ কি স্বাধীনতা ?

মনজিলুর রহমান

ত্রিশলক্ষ মানবের রক্ত স্রোতে
অগণিত রমণী সতিত্ব হারিয়ে
কত কুমারী মাতা হয়ে
কত সতি হারিয়েছে পতি
মার হয়েছে বুক খালী
সর্বহারা গৃহ হারা কত ?
হিসেব রাখেনি কেউ।
এমনি,
কত কলংক, শত দুর্দশা সয়ে
পেয়েছিলাম মুক্তি, স্বাধীনতার স্বাদ।
দিন গেল ,মাস গেল বছর হলো সারা
স্বাধীনতার সংগ্রামী সূর্য হলো খুন
ঘাতক দালাল আজও রাজপথে
হয়নি সে বিচার
সেই , সেই
রাজাকার, আল-বদরের দাঁপটে
বাংলা আজ কাপঁছে
স্বাধীনতা হুমড়ী খাচ্ছে ।
অনিয়মটা নিয়মে দাড়িয়েছে
সুদ-ঘুষে বাজার মাৎ ।
শিক্ষাঙ্গণ কুরুক্ষেত্র
মসির বদলে অসির লড়াই
শিক্ষকের বন্দীদশা,
তারাও নেমেছে রাজপথে।
কি চেয়েছিলাম, আর কি পেলাম ।
এ কি স্বাধীনতা ?

বস্টন , ম্যাসাচুসেট
মার্চ ২৬, ১৯৯১

ছত্রিশ বছর পর মনজিলুর রহমান

আমার ছেলে আশিক পড়ছিল
ঠঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস।
আমি ইন্টারনেটে বাংলা টিভি দেখছিলাম
ছেলেটি এসে আমায় জিজ্ঞেস করল বাবা ,
বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস কবে ?
খানিক চুপ থেকে বললাম,
আমি জানিনা ।
পাশে বসে থাকা আমার স্ত্রী বলল,
কেন ছাব্বিসে মার্চ ।

টিভিতে সেদিন দেখছিলাম
বাংলার সৈনিক বুটের লাথি মারছে
ছাত্র যুবকের বুকে
শিক্ষককে পিঠ মোড়া দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে
স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে
এখনও দেখছি
সেই পাকিস্তানী কায়দায়
ছাত্র শিক্ষক সৈনিকের বুটের আঘাতে জুতা পেটা
লন্ড ভন্ড সভ্যতা যেন সেই একাত্তরের প্রতীক।
এ কি আমার স্বাধীন দেশ ?
কেমন করে ছেলেকে বলি
বাংলাদেশের স্বাধীন দিবস ছাব্বিসে মার্চ ।

রাজাকারের খপ্পর থেকে বাঁচতে পারিনি আজও
নব্য রাজাকারে সয়লাব ।
বাংলার স্হপতি মুজিব কন্যা কারাগারে
রাজাকারদল অন্তরালে
তারাই তার বিচার করে ।
আমি কেমন করে বলি
বাংলাদেশ শত্রু মুক্ত
একটি স্বাধীন দেশ ।

নয় মাস যুদ্ধ শেষে স্বাধীন হয়েছে দেশ
সবাই বললেও আমি বলিনা
ছত্রিশ বছর ধরে যুদ্ধ চলছে
এখনও স্বাধীন হয়নি দেশ
তাই ছেলের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারিনি ।
ছত্রিশ বছর পর আমারও প্রশ্ন
বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসটি কবে ?

